বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, এএলআরডি, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন, ব্লাস্ট, নিজেরা করি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং এইচডিআরসি-র পক্ষ থেকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে ২০ মে, ২০১৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্য।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলভুক্ত ৯টি সংস্থার পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

আপনারা জানেন, শত্রু সম্পত্তি আইন ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অর্পিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা ১৯৬৫ সাল থেকে এদেশের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু পরিবার বংশ পরম্পরায় বঞ্চণা আর দুর্দশার শিকার হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত হয়ে চলেছে। অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতসহ দেশের প্রথিতযশা গবেষকদের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি ১৯৬৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু খানা-র মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা মোট ২৬ লক্ষ একর ভূমি হারিয়েছে আর সেই সাথে হারিয়েছে স্থানান্তরযোগ্য অন্যান্য সম্পদ। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চণার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তাদের ক্ষোভ ও কষ্টের কথা দেশবাসীকে নানাভাবে জানিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, নাগরিক অধিকার সংগঠন ও প্লাটফরম থেকেও বারবার এই বঞ্চণার অবসানের লক্ষ্যে বৈষম্যমূলক অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের সোচ্চার দাবি জানানো হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সংসদে পাশ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ও ২০১২ সালে আইনের বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও হয়রানির অবসানকল্পে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সরকারের সদিচ্ছার প্রকৃত সুফল এখনো ভুক্তভোগীরা পাননি। এমনি এক অবস্থায় অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন বিষয়ে উচ্চ আদালত একটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ একটি রিট আবেদনের (২০১১ সালের রিট নং ৮৯৩২, মোহাম্মদ আবদুল হাই বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য) নিস্পত্তি শেষে দেয়া রায়ে ৫ টি পর্যবেক্ষণসহ ৯ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। ৯০ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়টি গত ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অধীনে প্রণীত হয় নতুন সংবিধান। এই সংবিধানের অধীনেই প্রণীত হয় ১৯৬৯ সালের শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশ। যেহেতু সামরিক

স্বৈরাচারের সংবিধান অবৈধ, সেহেতু ওই অধ্যাদেশও অবৈধ। আমরা উচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণসহ সবগুলোকে পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাকে স্বাগত জানাই।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চের পর কোনো সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বেআইনি এবং যারা তা করেছেন তারা ওই বেআইনি কাজের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারেন। একই সাথে এ রায়ের নির্দেশনা অংশের প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে, ''ভবিষ্যতে আর কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারী গেজেটে তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ না নেয়ার জন্য সমস্ত সরকারি কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।'' উল্লেখ্য ইতোপূর্বে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের একাধিক রায়ে বলা হয়েছিল, ২৩ মার্চ ১৯৭৪ সালের পর নতুন করে কোন সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলে তা হবে বেআইনী। ১৯৮৪ সালের ৩১ জুলাই রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে বলা হয়, এরপর আর কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এরপরও এদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পরিবারের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত হয়েছে। আদালতের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও রায়কে উপেক্ষা করে সরকারি ভূমি প্রশাসনের একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক, স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা নতুন নতুন সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করে গেছেন। বাতিলকৃত 'খ' তফসিলের তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসহ নতুন করে আরো সম্পত্তিকে 'ক' তফসিলের 'বাদ পড়া' তালিকার নাম দিয়ে অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করার জন্য এমনকি আইনের সংশোধনী আনার পাঁয়তারাও তারা করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় তাদের সেই অপচেষ্টা আপাতত রোধ হয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ এবং এর সাথে দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিচারে সোপর্দ করার করার দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমরা আশা করবো মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনাকে অনুসরণ করে নতুন করে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন কিংবা অর্পিত সম্পত্তির সরকারি গেজেটে নতুন কোনো সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের ধৃষ্টতা থেকে ঐসব কর্মকর্তা বিরত থাকবেন। একই সাথে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যারা বেআইনীভাবে অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্তির সাথে জড়িত ছিলেন, সেই সব কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিচারে সোপর্দ করার দাবিও আমরা পুনরায় সরকারের কাছে তুলে ধরছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

আইনে বলা হয়েছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বিষয়ে আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত এবং ট্রাইব্যুনাল কিংবা আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। জেলা প্রশাসকদের কেউ কেউ সেই আইনী দায়িত্ব পালন না করে আইন অমান্য করে চলেছেন। কয়েকটি জেলার জেলা প্রশাসক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে

হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়েরের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করে গেছেন। আইন মন্ত্রণালয় থেকে গত ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের পরিপত্রে এ ধরণের প্রস্তাব প্রেরণ 'আইন ও বিধিবহির্ভুত' উল্লেখ করে সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব না পাঠানোর বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয় এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। আমরা এই পরিপত্রের জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাই। তবে বিস্ময় ও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এ পরিপত্রের পরও ভূমি মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকদের এ বিষয়ে আমাদের জানামতে এখনো কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। উচ্চ আদালতের উপরে উল্লেখকৃত রায়ে বলা হয়েছে, "আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় এবং যেসব ক্ষেত্রে আপীল করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। সরকার যেহেতু এই আইন (অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১) প্রণয়ন করে মূল মালিক বা স্বার্থাধিকারীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেহেতু রিট করা হবে এই অজুহাতে কিংবা অন্য কোনো পন্থা বা কোনো ধরণের অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোন রকম বিলম্ব না করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।" তবে উদ্বেগের সঙ্গে আমরা এখনো ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছি কোন কোন জেলা প্রশাসক 'এ ধরণের কোনো নির্দেশনা পাইনি' এই অজুহাতে এখনো আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রি থাকা সত্ত্বেও নিস্পত্তিকৃত অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত করছেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- সর্বোচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা না পাওয়ার কথা বলে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত না করা আদালত অবমাননার সামিল নয় কি?

সাংবাদিক বন্ধুগণ

সরকারের বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জনগণের ভোগান্তির এখনো অবসান হয়নি। অনেক জেলায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে স্তুপীকৃত হাজার হাজার আবেদন অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা অন্যান্য বিচারিক কাজ সম্পন্ন করার পর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন নিস্পত্তি করেন। অথবা নিয়মিত মামলায় সময় দেয়ার পর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের হাজারো আবেদনের নিস্পত্তির জন্য তারা আদৌ সময় পান না। ফলে আবেদন নিস্পত্তির হার একেবারে হতাশাব্যঞ্জক। আইনে আবেদন নিস্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলেও এক একটি আবেদন নিস্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভুক্তভোগীদের ভোগান্তি ও দুর্দশা বাড়ছে বৈ কমছে না। ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের সময় থেকেই ভুক্তভোগী জনসাধারণ ও নাগরিক সমাজ থেকে পৃথক ও সার্বক্ষণিক ট্রাইব্যুনালের দাবি করা হয়েছিল যাতে এর বিচারকগণ শুধু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদনই নিস্পত্তি করার অবকাশ পান। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নির্দেশনাতে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, ''সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে কেবল ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ১০ ধারায়

দায়েরকৃত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে অন্য কোন এখতিয়ার বিহিন স্বতন্ত্র (Exclusive) ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে। প্রয়োজনে যেসব জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানীর জন্য অপেক্ষায় আছে সেই সকল জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে।" উচ্চ আদালতের এ নির্দেশনা অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের জন্য আমরা সরকারের বিশেষ করে আইন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি করছি।

ভুক্তভোগী জনগণের ভোগান্তি ও দুর্দশা লাঘবে উপরোক্ত দাবির পাশাপাশি আমরা আয়োজক ৯টি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দ্রুত নিম্নোক্ত দাবিগুলি পূরণের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের মাধ্যমে সকল গণতন্ত্র সচেতন মানুষের কাছে এই সকল দাবিতে সোচ্চার হবারও অনুরোধ জানাই।

১. রিট নং ৮৯৩২/২০১১-তে দেয়া উচ্চ আদালতের নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. যে সকল ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পক্ষে রায় ও ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের পরিপত্র মোতাবেক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে রিট না করার বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত পরিপত্র জারি করতে হবে। অহেতুক আপীলের নামে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

৩. বেআইনীভাবে অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্তির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিচারে সোপর্দ করতে হবে।

৪. 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাজনা নেবার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত তহসিল অফিসের অস্বীকৃতি এবং নামজারির ক্ষেত্রে এসি (ল্যান্ড) অফিসের অসহযোগিতা, গড়িমসি ও দুর্নীতির মাধ্যমে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৫. 'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের লিখিত জবাব দাখিল ও অন্যান্য অজুহাতে সরকারি কৌশুলিদের মাসের পর মাস অহেতুক সময়ক্ষেপণ বন্ধ করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অহেতুক নিষ্পত্তি বিলম্বিত করার এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে আইন মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনামূলক পরিপত্র জরুরি ভিত্তিতে জারি করতে হবে।

৬. ইতোপূর্বে জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ সমমর্যাদাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল দ্রুত গঠন করতে হবে।

৭. জাতীয় পর্যায়ে এবং প্রতিটি জেলায় ভূমি প্রশাসন, সরকারি আইনজীবী, ভুক্তভোগী জনপ্রতিনিধি এবং নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

একই সাথে আমরা উক্ত দাবিসমুহ বাস্তবায়নে সকল অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির দৃঢ় ও সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা কামনা করছি। দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা সব সময়ই আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও সংগ্রামের পাশে থেকেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আপনাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদের উপস্থিতি ও সহযোগিতার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাই।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল-এর পক্ষে-

কামাল লোহানী
(অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন)
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
(মানবাধিকার কর্মী)
খুশী কবির
(নিজেরা করি)
অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত
(বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ)
অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী
(অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন)
কাজল দেবনাথ
(বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ)
শামসুল হুদা
(এএলআরডি)
অ্যাডভোকেট তবারক হোসেইন
(সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন)
অধ্যাপক ড.আবুল বারকাত
(এইচডিআরসি)
ব্যারিস্টার সারা হোসেন,
(বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-ব্লাস্ট)
শীপা হাফিজা,
(আইন ও সালিশ কেন্দ্র-আসক)